বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
মুখপাত্র
www.sec.gov.bd

সূত্র নম্বর- বিএসইসি/ মুখপাত্র/০২/২০২৪/২৫০

তারিখ: ০১ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫-এর সংশোধন সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে কমিশনের স্পষ্টীকরণ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ১০২০তম কমিশন সভায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫-এর সংশোধন প্রস্তাবের (খসড়া) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, লক্ষ্য করা গেছে যে, সংশোধিত খসড়া বিধিমালাটি জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রকাশের আগেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও অবাস্তব তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অযাচিত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন স্পষ্টভাবে জানাতে চায় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫-এর সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান বিধিমালার প্রয়োগকালে উদ্ভূত বাস্তব ও ব্যবহারিক জটিলতাগুলো দূর করা, বিধিমালাকে আরও সহজ, কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করা এবং বাজার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য এর প্রয়োগকে অধিকতর সুবিধাজনক করে তোলা।

উল্লেখ্য, সংশোধন প্রস্তাবটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মার্জিন সুবিধা ব্যবহারকারী, স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংক, বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য একটি কার্যকর, বাস্তবমুখী এবং বিনিয়োগকারী-সহায়ক মার্জিন ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

কমিশন আরও স্পষ্ট করতে চায় যে, সংশোধিত খসড়া বিধিমালাটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কমিশন সভায় অনুমোদিত খসড়াটি খুব শিগগিরই জনমত যাচাইয়ের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। অংশীজন ও সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণের পর প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা শেষে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫'-এর সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে।

অতএব, জনমত যাচাইয়ের পূর্বেই সংশোধিত বিধিমালার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুমাননির্ভর বা আংশিক তথ্য প্রকাশ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। কমিশন বিশ্বাস করে, প্রকৃত খসড়া প্রকাশের পর বিধিমালার উদ্দেশ্য, পরিধি ও সংশোধনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সর্বদা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে। মার্জিন বিধিমালার সংশোধনও সেই নীতিরই ধারাবাহিকতা।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর পক্ষে

১৬/০৭/২০২৬

মোঃ আবুল কালাম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র